যুগান্তর

তারিখ ..... 11 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ২ ...

ইভটিজিং রোধে শিক্ষা দিবস

সর্বস্তরে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ।

ছাত্রীদের উত্যক্তকরণ প্রতিরোধ কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ১৩ জুন রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষা দিবস উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তাঙ্গন থেকে জাতীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে, যেখানে অংশগ্রহণ করবে মহানগরীর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুশীল ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন নারী, আইনি, মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষ। জেলা-উপজেলাসহ দেশের অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। কিছুটা বিলম্বে হলেও উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিককালে দেশে ইভটিজিং অর্থাৎ নারীদের প্রতি যৌন হয়রানি বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনকভাবে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গামী কিশোরী-তরুণীরা এর অসহায় শিকার। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা ও তাহাসীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও এ থেকে মুক্ত থাকেনি। শুধু ছাত্ররাই নয়, কোন কোন শিক্ষকও জড়িয়ে পড়েছেন এর সঙ্গে। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে একাধিক আত্মহত্যাসহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে। পিংকি, সিমি, তৃষা, কাজলী, ইলোরা, বৃষ্টি, ফাহিমাদের স্বেচ্ছামৃত্যু বা আত্মাহুতি আমাদের বিবেককে দংশন করে। সমাজকে নাড়া দেয়। পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কিছুদিন হইচই হয়। পুলিশ একটু নড়েচড়ে বসে। তারপর একদিন সব থেমে যায়— অন্য কোন সিমি কিংবা ইলোরার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত। নারীরা এমনকি কর্মক্ষেত্রেও নানারকম হয়রানির শিকার হন। তবে অধিকাংশ ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটে থাকে শিক্ষাঙ্গনের মেয়েদের ক্ষেত্রে। এসব ঘটনার জন্য দায়ী সমাজের একশ্রেণীর বখাটে তরুণ ও কিশোর। মাস্তান, সন্ত্রাসী ও মাদকসেবীও আছে কিছুসংখ্যক। এরা এতটাই বেপরোয়া যে, অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও হুমকি-ধামকি দিতে অথবা আক্রমণ করতে দ্বিধা করে না। আইন-শৃংখলা বাহিনী কিছু ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখালেও সার্বিক ফল আশাব্যঞ্জক নয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও বিত্তশালীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও শোনা যায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলও জারি করেছেন। বেঁধে দিয়েছেন কোড অব কনডাক্ট। তারপরও এসব যথাযথভাবে কোথাও অনুসরণ করা হয় বলে মনে হচ্ছে না। রাজধানীতে প্রত্যেক থানার একজন এসআইকে বলা হয়েছে মেয়েদের স্কুলগুলোর ওপর নজরদারি করতে। শিক্ষামন্ত্রীও ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজনে আইন করার কথা বলেছেন। এর পাশাপাশি সর্বস্তরে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। পুরুষতান্ত্রিক মনমানসিকতা থেকে বেরিয়ে নারীদের মূল্যায়ন ও সম্মান জানাতে হবে। সর্বস্তরের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে এ ঘৃণ্য অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে শামিল হলে বখাটে-সন্ত্রাসীরা পালানোর পথ পাবে না। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবকেও ছাড় দেয়া যাবে না। আইন-শৃংখলা বাহিনীকে নিরপেক্ষ ও কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদেরও হতে হবে দায়িত্বশীল। মনে রাখতে হবে, অভিযুক্তরাও দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাদের শুধু আইন দিয়ে দমন নয়, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। মেয়েদেরও আত্মরক্ষার মানসিক দৃঢ়তা অর্জনে সক্ষম করে তোলা বাঞ্ছনীয়। আর নয় নারী নির্যাতন, আর নয় আত্মাহুতি— এই হোক জাতির অঙ্গীকার।